দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

# অপ্রতুল বরাদ্দে গবেষণায় আগ্রহী নন শিক্ষকরা

সানাউল হক সানী ●

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রধান দুটি কাজ পাঠদান ও নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণে গবেষণা করা। অথচ দেশসেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণায় আগ্রহ কম। তারা লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতিতে জড়িয়ে সুবিধা নেওয়ার পেছনেই সময় নষ্ট করেন বলে অভিযোগ। এ ছাড়া শিক্ষকরা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ফার্ম আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস নিয়ে অতিরিক্ত আয়ের দিকেই বেশি নজর দেন। গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দও মেলে না। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত গবেষণার সুযোগ পান না। তবে কয়েকজন শিক্ষকের গবেষণা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

ঢাবির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এ বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ১৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের দুই শতাংশ। আর গত অর্থবছরে ছিল মাত্র সাড়ে আট কোটি টাকা। এর আগের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

## অপ্রতুল বরাদ্দে গবেষণায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্থবছরে চার কোটি টাকা। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (হিক্যাপ) ১৩টি প্রকল্পে ২২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা বরাদ্দ আছে। তবে শিক্ষকদের ব্যক্তি উদ্যোগে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিওসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণায় সহায়তা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাজেট পরবর্তী আলাপচারিতায় আমাদের সময়কে বলেছিলেন, শিক্ষকরা চাইলে গবেষণা করতে পারেন। বরাদ্দের বাইরেও তাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা গবেষণার জন্য সহায়তা দিয়ে থাকে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণা বা ক্লাসের দিকে শিক্ষকদের নজর কম। দলীয় লেজুড়বৃত্তি, বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিতে কনসালট্যান্সি, এনজিওসহ নানা সংস্থায় তারা কাজ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩টি বিভাগ, ১৩টি অনুষদ ও ১২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। গবেষণার জন্য ৫৬টি গবেষণাকেন্দ্র ও ব্যুরো রয়েছে। এর মধ্যে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান নামকাওয়াস্তে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেকগুলো কেবল নামেই টিকে আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের না আছে আর্থিক বরাদ্দ, না আছে পর্যাপ্ত লোকবল। এরপরও বছর বছর বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, বাংলা চরিতাভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন কেন্দ্র, সেন্টার অব বুড্ডিস্ট হেরিটেজ কালচার, আর্কাইভ ও ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, দুর্যোগ গবেষণা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, সেন্টার ফর ডিজাস্টার ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ, সেন্টার অব অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সেন্টার ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন, সেন্টার ফর মোরাল ডেভেলপমেন্ট, জীববিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, অর্গানিক পলিউট্যান্টস রিসার্চ সেন্টারসহ বেশ কিছু গবেষণা কেন্দ্র কেবল নামেই টিকে আছে। এসব কেন্দ্রের বেশিরভাগে নেই পরিচালক। কোথাও কোথাও সেমিনার করার মতো অন্য লোকবলও নেই। এর বাইরে নজরুল গবেষণা কেন্দ্র বছর বছর সেমিনার করেই দায়িত্ব শেষ করছে। জাপান স্টাডি সেন্টারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস কেন্দ্র থেকে ১২টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হলেও মৌলিক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। ব্যবসায় গবেষণা ব্যুরোতে প্রায় ত্রিশটি প্রকল্প চালু থাকলেও মৌলিক গবেষণা নেই। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, বায়োটেকনোলজি গবেষণা কেন্দ্রসহ আরও কয়েকটি কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রজেক্টভিত্তিক কাজ হয়। কয়েকটিতে স্বল্পমেয়াদি কোর্স করানো হয়। তবে মৌলিক গবেষণা নেই কোনো গবেষণা কেন্দ্রেই। এ ছাড়া ৫৬টি ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্রে এখনো প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও বেশিরভাগ কেন্দ্রের নেই কোনো ওয়েবসাইট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এ জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা পয়েন্ট। তবে গত কয়েক বছরে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে গবেষণা ও প্রকাশনা জমা দিলেও কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ উঠেছে। গত পাঁচ বছরে এমন পনেরো থেকে বিশটি ঘটনা ঘটেছে। পিএইচডি ডিগ্রিতে গবেষণা জালিয়াতির ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষককে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে। তিনি আমাদের সময়কে বলেন, গবেষণার জন্য আমরা শিক্ষকদের পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিতে পারি না। আর যে পরিমাণ অর্থ প্রস্তাব করি তাও অনেকাংশে কাটছাঁট করা হয়। যার কারণে গবেষণা ঠিকভাবে হয় না। তিনি আরও বলেন, অন্যবারের তুলনায় গত বছর গবেষণায় বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে।

কার্যালয়
বিভাগ
ই. এল. পি বিভাগ
কর্মকর্তা
জ্ঞাতার্থে